জামায়াতে ইসলামীকে নিশ্চিহ্ন করার আওয়ামী ষড়যন্ত্র

প্রচারে
প্রচার বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.bjilibrary.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার আওয়ামী ষড়যন্ত্র কখনো বাস্তবায়ন হবে না

পরিস্থিতি ও করণীয়

দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর মুক্তিযোদ্ধাদের সীমাহীন ত্যাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাধারণ জনগণের অনেক কুরবানী ও কষ্টের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। পৃথিবীর মানচিত্রে বাংলাদেশ নামক ছোট আয়তনের দেশটি অনেক বৈচিত্রে ভরা। ছোট এ দেশটিতে প্রায় ১৬ কোটি মানুষের বাস। জন সংখ্যার ৯০ ভাগই ধরা হয় মুসলমান। ৯০ ভাগ মুসলমানের এ দেশটিতে যুগযুগ ধরে সকল ধর্ম, বর্ণ ও মতের মানুষ শান্তিপূর্নভাবে সহাবস্থান করে আসছে। হাজার হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও দ্বীনি খানকার পাশাপাশি সকল ধর্ম ও মতের মানুষের ধর্মপালনের জন্য রয়েছে অসংখ্য নিজ নিজ উপাসনালয়। হযরত শাহ জালাল (রহঃ), হযরত শাহ পরাণ (রহঃ), হযরত শাহ মাখদুম (রহঃ), হযরত খানজাহান আলী (রহঃ), হযরত শাহ আমানত (রহঃ), হযরত হাজী শরীয়ত উল্লাহ (রহঃ), সৈয়দ নিছার আলী তিতুমীর (রহঃ) সহ অসংখ্য উলামা-মাশায়েখ, পীর-আউলিয়া ও শহীদানের পূন্য স্মৃতি ধারন করে আছে আমাদের প্রিয় এই দেশ। যুগে যুগে মানুষের মুক্তির জন্য, অধিকার আদায়ের সংগ্রামের জন্য বাস্তব ঐতিহ্যের স্মারক হয়ে আছে বাংলাদেশ। কিন্তু বাস্তবে স্বাধীনতার সেই সুফল কি জাতি পেয়েছে? এ প্রশ্ন আজ প্রতিটি নাগরিকের।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ একটি প্রাচীনতম রাজনৈতিক দল। এ দলটি সবসময়ই বড় গলায় বলে আসছে, মানুষের ভোটের অধিকার, ভাতের অধিকার ও বেঁচে থাকার অধিকারের জন্য তারা সংগ্রাম

করছে। আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা উচ্চকণ্ঠে বহুবার উচ্চারণ করেছেন, গণতন্ত্রের জন্য তিনি রক্ত দিতে প্রস্তুত। কিন্তু ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারীর নির্বাচন ও সম্প্রতি সম্পন্ন হয়ে যাওয়া উপজেলা নির্বাচনে মানুষ লক্ষ্য করেছে আওয়ামী লীগ কি নির্দয়, নিষ্ঠুর ও নির্লজ্জভাবে মানুষের ন্যায্য ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছে। কোন কোন উপজেলায় প্রার্থী তার নিজের ভোটটি পর্যন্ত দিতে পারেন নি। নির্বাচনের নামে ভোট জালিয়াতি, কেন্দ্র দখল, ব্যালটবক্স ছিনতাইয়ের মহোৎসব পালন করেছে আওয়ামী লীগ। স্থানীয় সরকার নির্বাচন, দলীয় সরকারের অধীনে নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু, অবাধ হওয়ার যে গৌরব আওয়ামী লীগ করে আসছিল তার কবর রচিত হয়েছে এ নির্বাচনের মাধ্যমে।

আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে জগণের ন্যায্য ভোটাধিকার হরণ করেছে। সংবিধান, গণতন্ত্র, মানবাধিকার, আইনের শাসনকে পদদলিত করে দেশে কার্যত একদলীয় বাকশালী শাসন কায়েমের যাবতীয় পস্তুতি সম্পন্ন করেছে। রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা গণগ্রেফতার, গণনির্যাতন, রিমান্ডে নিয়ে পৈশাচিক অত্যাচার, গ্রেফতারের পর গুলিকরে হত্যা, পঙ্গু করে দেয়া, গুম, অপহরণ ও দলীয় ক্যাডারদের দ্বারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। আওয়ামী লীগ প্রমাণ করেছে দলীয় সরকারের অধীনে কোন নির্বাচনই সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ হতে পারে না। নির্বাচনের নামে আওয়ামী লীগ জনগণের সাথে প্রতারণা ও প্রহসন করে এবং ভোটের অধিকার কেড়ে নিয়ে বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের ভাবমর্যাদা নিদারুনভাবে ক্ষুন্ন করেছে।

বর্তমান স্বৈরাচারী সরকারের যাত্রা যেভাবে শুরু

সেনা সমর্থিত অবৈধ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সহযোগীতায় ২০০৮ সালে ডিজিটাল কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পূর্বে আওয়ামী লীগ জনগণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তারা দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, পানি-গ্যাস-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি, দুর্নীতি দমন, মানুষের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। তারা আরো ওয়াদা করেছিল ঘরে ঘরে

চাকুরি প্রদান, বেকার সমস্যার সমাধান, জনদূর্ভোগ লাঘব ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ ও পদোন্নোতির ব্যবস্থা করবে। কৃষকদেরকে বিনামূল্যে সার, স্বল্প মূল্যে অন্যান্য কৃষি উপকরন সরবরাহ নিশ্চিত করবে। নির্বাচনোত্তর সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ হাসিনা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিরোধী দলকে সংখ্যার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে না। সংসদীয় গণতন্ত্রের অনুসরণে যথাযথ মর্যাদা দেয়া হবে এবং বিরোধী দল থেকে ডেপুটি স্পীকার নিয়োগ করা হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ তাদের কোন প্রতিশ্রুতিই বাস্তবায়ন করতে পারেনি। সীমাহীন দুর্নীতি, দুঃশাসন ও দলীয়করণের কারণে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র পরিচালনায় চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। আওয়ামী লীগ সরকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় চরমভাবে ব্যর্থ হয়। ২০০৯ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ২০ হাজার ৬ শত ৯৩ টি হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়। রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয় ১৩৩০টি। ১৮ জন সাংবাদিককে হত্যা করা হয়। রাজনৈতিক সংঘাত হয় ৭৯ হাজার ৮ শত ৮৩টি। প্রতিদিন গড়ে ৪৪ জন নেতা-কর্মী আহত হয়। ৫ জানুয়ারী প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের পর গত ৮ মাসে পুলিশের গুলিতে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের ২৫ জন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছে। আহত হয়েছে ২ সহস্রাধিক। গ্রেফতার করা হয়েছে ৩ সহস্রাধিক। গত ৮ মাসে সারা দেশে খুন হয়েছে প্রায় ২ হাজার ৮ শ’ জন মানুষ। ধর্ষিতা হয়েছে ২৫৫ জন। বিচার বহির্ভূত হত্যাকান্ডের শিকার হয়েছেন ১১৮ জন। রাজনৈতিক হত্যাকান্ড সংঘটিত হয়েছে ২ শতাধিক। আহত হয়েছেন প্রায় ১৫ হাজারের মত মানুষ। সাংবাদিক নিহত হয়েছেন ৩ জন। আহত হয়েছে শতাধিক। বিরোধী মত প্রকাশের অধিকার কেড়ে নেয়ার জন্য পাঠক নন্দিত পত্রিকা আমার দেশ, বেসরকারী টিভি চ্যানেল ইসলামিক টেলিভিশন, দিগন্ত টিভি, চ্যানেল ওয়ানসহ বেশ কয়েকটি পত্রিকা ও টিভি চ্যানেল বন্ধ করে দেয় আওয়ামী লীগ সরকার।

দ্রব্যমূল্যের উর্ধগতি, তেল-গ্যাস-পানি-বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা, শিক্ষাঙ্গনে নৈরাজ্য, হলমার্ক-ডেসটিনি-শেয়ারবাজার-পদ্মাসেতু কেলেঙ্কারি এবং ছাত্রলীগ, যুবলীগের সন্ত্রাস, সোনার ছেলেদের ধর্ষণের সেঞ্চুরী, ঢাকার

একটি ঐতিহ্যবাহী মহিলা কলেজের ছাত্রীদের দিয়ে ব্যাপক অনৈতিক কাজ, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী ও নৈরাজ্য এবং সীমাহীন দলীয়করন, বেপরোয়া দুর্নীতি ও বিচার বিভাগকে দলীয়ভাবে ব্যবহার করার কারনে আওয়ামী লীগ জনবিচ্ছিন্ন দলে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগ বুঝতে পারে জনগণের ভোটে তাদের পক্ষে ক্ষমতায় আসা সম্ভব নয়।

তারা আদালতের রায়ের দোহাই দিয়ে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। যদিও আদালতের রায়ে আরও ২ টার্ম কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা বহাল রাখার কথা বলা হয়েছিল আওয়ামীলীগ তার কোন তোয়াক্কাই করেনি। অথচ কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য আওয়ামী লীগ জামায়াতের সাথে একত্রে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ১৭৩ দিন হরতাল কর্মসূচী পালিত হয়েছিল এই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। শুধুমাত্র দলীয় স্বার্থে এবং আবারো ক্ষমতায় আসার লালসায় জনগণের নিকট গ্রহণযোগ্য কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থাকে বাতিল করা হয়। দেশের প্রায় সকল রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, লেখক, গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, আইনবিদ, শিক্ষাবিদ ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এবং ওলামায়ে কেরাম ও সুশীল সমাজসহ সকল মহলের পক্ষ থেকে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা সংবিধানে বহাল রাখার মত ব্যক্ত করা হয়। কিন্তু সরকার জনগণের সে মতামত অগ্রাহ্য করে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা বাতিল করে। ফলে জনগণের ন্যায্য ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থা পুনর্বহালের আন্দোলন শুরু হয়। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে সকল দলের অংশগ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের পক্ষে মত ব্যক্ত করা হয়। একপর্যায়ে জাতিসংঘের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশে এসে সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ এবং সকল দলের অংশগ্রহণে একটি নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার ও বিরোধী দলের সাথে আলোচনা করেন। কিন্তু সরকারের একগুয়েমীর কারণে এই আলোচনা ব্যর্থ হয়। আওয়ামী লীগ ছলে-বলে-কৌশলে বিরোধী দল বিহান নির্বাচনের ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তাদের ষড়যন্ত্র বাস্তবায়ন হয় ৫ জানুয়ারী ২০১৪। নির্বাচনের নামে আওয়ামী প্রহসনের এক নির্লজ্জ দৃশ্য বাংলাদেশের ১৬ কোটি মানুষ ও বিশ্ববাসী

www.bjilibrary.com

বিস্ময়ের সাথে দেখার সুযোগ পান। ৩০০ টি আসনের মধ্যে বিনা ভোটে ১৫৩টি আসনে প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা দুনিয়ার ইতিহাসে একটি নজিরবিহীন ঘটনা। অবশিষ্ট ১৪৭টি আসনে আজ্ঞাবহ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের আয়োজন করলেও দেশের জনগণ এ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। শতকরা ১০ ভাগ লোকও ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যায়নি। গণমাধ্যমে প্রকাশিত চিত্রের মাধ্যমে দেশের জনগণ ও বিশ্ববাসী নির্বাচনের নামে আওয়ামী প্রহসন প্রত্যক্ষ করেছে। গণতন্ত্র ও মানুষের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য উচ্চকণ্ঠে চিৎকারকারী আওয়ামী লীগের ভোটাধিকার হরণের দৃশ্য দেখে আওয়ামী গণতন্ত্রের স্বরূপ নতুন প্রজন্ম নিতান্ত বেদনাদায়কভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছে।

জনগণের ভোটাধিকারের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করে দশম জাতীয় সংসদ ও সরকার গঠিত হয়।

যেখানে কার্যত কোন বিরোধী দল নেই। অদ্ভুত ও হাস্যকর হলো গোটা দুনিয়াকে হাসিয়ে এরশাদের জাপাকে একই সাথে সরকারী দল ও বিরোধী দল বানিয়েছে। জোর করে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ কার্যত বিরোধী দলকে নিশ্চিহ্ন করার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। তাদের প্রধান টার্গেট বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার ষড়যন্ত্র

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী দেশের সর্ববৃহৎ ইসলামী রাজনৈতিক দল। জামায়াত নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী নির্বাচনমুখী একটি দল। জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিটি নির্বাচনে জামায়াত অংশগ্রহণ করেছে। প্রত্যেক সংসদেই জামায়াতের প্রতিনিধিত্ব ছিল। অতীতের প্রতিটি গণতান্ত্রিক আন্দোলনে জামায়াত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জামায়াতের গঠনমূলক ভূমিকায় আকৃষ্ট হয়ে জনগণ জামায়াতের পতাকাতলে সমবেত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক মহলে জামায়াতের গণতান্ত্রিক কর্মকান্ড ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়। জামায়াতের অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত ও

www.bjilibrary.com

বেশামাল হয়ে সরকার জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের অভিযোগে মিথ্যা মামলা দায়ের করে সরকার। জামায়াতের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ অধিকাংশ নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে কারাগারে আটক রাখা হয়। জামায়াতের উপর সরকারের জুলুম-নির্যাতনে জনগণ জামায়াতের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠে। জনগণের মাঝে জামায়াতের এই গ্রহণযোগ্যতা দেখে অবশেষে সরকার দল হিসেবে জামায়াতকেই নিশ্চিহ্ন করার জন্য নতুন ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে।

জোট সরকার ও জামায়াতে ইসলামী

সকল প্রকার দুঃশাসনের অবসান এবং দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতা সংরক্ষন, অর্থনীতি পুনর্গঠন, দারিদ্র্য দুরীকরণ, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সন্ত্রাস ও দুর্নীতির অবসান, মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করা সর্বোপরি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া ও জনগণের ন্যায্য ভোটাধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে, ইসলামী ও জাতীয়তাবাদী শক্তির সমন্বয়ে ২০০০ সালে ৪ দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হয়। একসাথে আন্দোলন, একসাথে নির্বাচন ও একসাথে সরকার গঠনের অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে দেশবাসী প্রকৃত অর্থে ব্যালট বিপ্লব ঘটায় এবং ৪ দলীয় জোটকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়া করে।

ঘোষণা অনুসারে ৪ দলীয় জোটসরকার গঠিত হয়। জোটের শরিক হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী প্রথমবারের মত সরকারে অংশ নেয়। জাতীয় সংসদে ৩০০ আসনের মধ্যে জামায়াতের আসন ছিল ১৭টি। আর মন্ত্রী ছিলেন ২ জন। পরবর্তীতে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনে ৪ জন সদস্যা নির্বাচিত হন। জামায়াতের আমীর কৃষি ও শিল্পমন্ত্রী এবং সেক্রেটারী জেনারেল সমাজ কল্যাণ মন্ত্রী হিসেবে সততা, স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন।

www.bjilibrary.com

জোট সরকারের শাসনামলে সন্ত্রাস নির্মূলের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রাজনৈতিক ময়দানে স্থিতিশীল ও সহাবস্থানের শান্পিূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালানো হয়। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৭% এ উন্নীত হয়। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পায়। দারিদ্র্য বিমোচনে ব্যাপক সফলতা আসে। দেশে বিনিয়োগের উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি হয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বাণিজ্যসহ সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়।

এ অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ব্যাপক ষড়যন্ত্র পাকানো হয়। ৫ বছর সফলভাবে সরকার পরিচালনার পর মেয়াদ পূর্তিতে ২৯ অক্টোবর ২০০৬ জোট সরকার তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বে ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগের লগি, বৈঠার তাণ্ডব ও মানবতা বিরোধী কর্মকান্ডের দৃশ্য বাংলাদেশের জনগন ও বিশ্ববাসী অবাক বিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করে। ২৮ শে অক্টোবর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে ৫ বছর দেশ পরিচালনায় ৪ দলীয় জোট সরকারকে সহযোগীতা করার জন্য দেশবাসীকে কৃতজ্ঞতা জানাবার উদ্দেশ্যে বায়তুল মোকাররম উত্তর গেটে বিকাল ৩ টায় জনসভার কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। কিন্তু জাতি ও বিশ্ববাসী গভীর পরিতাপের সাথে লক্ষ্য করল জামায়াতের এই ন্যায্য গনতান্ত্রিক অধিকারটুকু গায়ের জোরে ছিনতাই করার লক্ষ্যে সকাল পৌনে ১১ টা থেকে আওয়ামী লীগ ও তাদের জোটের সন্ত্রাসীরা শেখ হাসিনার পূর্ব নির্দেশ মোতাবেক লগি-বৈঠার ভয়াবহ তাণ্ডব শুরু করে। ফলে পল্টন পয়েন্ট, প্রেসক্লাব ও দৈনিকবাংলা মোড়সহ আশপাশ এলাকায় নারকীয় তাণ্ডব চালিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে জামায়াত ও শিবিরের ছয়জন নেতাকর্মীকে হত্যা করে। দেশের জনগন ও বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে লাশের উপর তারা নৃত্য পরিবেশন করে বিশ্ববাসীর সামনে তাদের বিকৃত রুচীর পরিচয় তুলে ধরে। সারাদেশে তারা একই ধরনের তান্ডব ও নৈরাজ্য চালিয়ে জামায়াত ও জোটের অসংখ্য নেতাকর্মীকে হতাহত করে। কোথাও কোথাও দলীয় কার্যালয়, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এমনকি বাসাবাড়ীতেও হামলা, ভাংচুর, লুঠতরাজ ও অগ্নীসংযোগের মত মানবতাবিরোধী অপরাধ সংগঠিত করে।

www.bjilibrary.com

তাদের সৃষ্ট নৈরাজ্য ও সন্ত্রাসের পথ ধরেই ওয়ান ইলেভেনের আগমন ঘটে। সেনা সমর্থিত সরকার আওয়ামী লীগের আন্দোলনের ফসল বলে শেখ হাসিনা দাবী করেন। সেনা সমর্থিত সরকারের আমলে গণতন্ত্রে উত্তরনের জন্য জামায়াত কার্যকর ভূমিকা পালন করে। অবশেষে অনুষ্ঠিত হয় নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন। এ নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ বিতর্কিত হলেও গণতন্ত্রের স্বার্থে জনগণ তা মেনে নেয়।

জামায়াতকে নির্মূল করার অভিযান

আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন মহাজোট সরকার গঠিত হওয়ার পর প্রতিবেশী দেশ ভারত যখন সুরমা কুশিয়ারার উজানে বরাক নদীর টিপাইমুখে বাধ দিয়ে দেশের উত্তর পূর্বঞ্চলকে পানির ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করার উদ্যেগ নেয় জামায়াত তখন টিপাইমুখে বাঁধ নির্মাণের প্রতিবাদে ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনায় মহাসমাবেশের আয়োজন করে। জামায়াতের মহাসমাবেশে জনগণের ব্যাপক জাগরণ দেখে সরকার অনেকটা নার্ভাস হয়ে জামায়াতকেই তাদের প্রধান দুশমন হিসেবে চিহ্নিত করে। শুরু হয় জামায়াত ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের উপর সাঁড়াশি অভিযান।

জামায়াতের উপর হামলা যেভাবে শুরম্ন

রাজশাহীর জনসভা হয় ৭ ই ফেব্রুয়ারী,২০১০। ৮ই ফেব্রুয়ারী দিবাগত রাতে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মাখদুম হলে ফারুক হোসেন নামে ১ জন ছাত্র নির্মমভাবে আততায়ীর হাতে নিহত হয়। সে সময় ক্যাম্পাস ও হলে দিবারাত্র শতশত পুলিশ পাহারায় ছিল। এতসব পুলিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে এ জঘন্য হত্যাকা- কারা ঘটালো তার কিনারা আজও পুলিশ করতে পারেনি। অথচ পরদিনই কোন তদন্ত ছাড়া প্রধানমন্ত্রী সহ সরকারের সকল মন্ত্রী, এমপিরা এর দায়ভার ছাত্র শিবিরের উপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে এর অজুহাতে সারাদেশে ইসলামী ছাত্র শিবিরের পাশাপাশি জামায়াতের

www.bjilibrary.com

নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে ঘোষনা দিয়ে চিরুনী অভিযান শুরু করে। সারাদেশের হাজার হাজার নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে এবং বেশকিছু প্রতিভাবান ছাত্র যুবককে তারা নির্মম ভাবে হত্যা করে।এতে করে বিভাগীয় নগরীগুলোতে বিশাল বিশাল জনসমাগমের মাধ্যমে টিপাইমুখ বাঁধের বিরুদ্ধে সারাদেশের পাশাপাশি টিপাইম্‌খ এলাকা, ভারতের মনিপুর সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাধ নির্মাণের বিপক্ষে যে জনমত গড়ে উঠেছিল সরকার গায়েরজোরে তা নস্যাৎ করে দিয়ে জামায়াত নির্মূলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

তারা পরিকল্পনা নেয় জামায়াতকে নেতৃত্বশূন্য করার। কিন্তু জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দায়ের করতে না পেরে ১৯৭১ সালের মিমাংসিত যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়।

১৯৭১ সালে জামায়াতের ভূমিকাটি ছিল রাজনৈতিক। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশ সরকার মুক্তিযুদ্ধের সময় মানবতার বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধের দায়ে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীদের একটি চুড়ান্ত তালিকা তৈরী করা হয়। তাদের প্রত্যেকেই ছিলেন সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। ঐ তালিকায় কোন বেসামরিক লোক অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না। পাকিস্তানী ১৯৫ জন চিহ্নিত সেনা কর্মকর্তার বিচারের জন্য ১৯৭৩ সালের ১৮ জুলাই ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইমস্ ট্রাইব্যুনালস্ এ্যাক্ট আইন পাস হয় সংসদে। সেই সাথে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এদেশীয় সহযোগীদের বিচারের জন্য দালাল আইন প্রণয়ন করা হয়। দালাল আইনে প্রায় ১ লক্ষ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। তার মধ্যে ৩৭ হাজার ৪ শত ৭১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। অভিযুক্তদের মধ্য থেকে ৩৪ হাজার ৬ শত ২৩ জনের বিরুদ্ধে কোন চার্জ গঠন করা সম্ভব হয়নি। ২ হাজার ৮ শত ৪৮ জনকে বিচারের জন্য সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭৫২ জনের সাজা হয়। বাকী বন্দীদের বেকসুর খালাস দেয়া হয়।

www.bjilibrary.com

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে দালাল আইন ও বিলুপ্ত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল দিল্লীতে ত্রিদেশীয় চুক্তির মাধ্যমে চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা প্রদান করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ইস্যুটির পরিসমাপ্তি ঘটানো হয়। ১৯৫ জন পাকিস্তানী সেনা কর্মকর্তার বিচারের জন্য প্রণীত ১৯৭৩ সালের আইনটি তার কার্যকারিতা হারায়।

যুদ্ধকালীন সংগঠিত হত্যা, ধর্ষণ, লুন্ঠন ও অগ্নীসংযোগ সেই সময় দেশবাসীর কাছে জ্ঞাত ছিল। হাজার হাজার মানুষের বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট মামলা দায়ের করা হলেও বর্তমানে জামায়াতের যে শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে সরকার পরিকল্পিত ছকে বিচার সম্পন্ন করছে সেই সমস্ত নেতৃবৃন্দের কারো বিপক্ষেই বাংলাদেশের কোন থানায় কোন মামলা বা জিডি করা হয়নি। চল্লিশ বছর পর সরকার রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বাস্তবায়নের জন্য দলীয় অনুগত লোকদের নিয়ে ২০১০ সালের মার্চ মাসে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল গঠন করে। এই ট্রাইব্যুনাল একটি অদ্ভুত ট্রাইব্যুনাল। আন্তর্জাতিক বা দেশীয় আইন কোনটাই এখানে মানা হচ্ছেনা। অথচ বলা হয়েছে এটি আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেয়ার এক ষড়যন্ত্রমূলক মিথ্যা মামলায় ২৯ জুন বাংলাদেশ জামায়াত ইসলামীর আমীর ও সাবেক মন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী, নায়েবে আমীর বিশ্ববরেন্য মুফাস্‌সিরে কুরআন মাওলানা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী ও সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদকে গ্রেফতার করা হয় এবং পরবর্তীতে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধ মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

অতঃপর জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মোহাম্মদ কামারুজ্জামান ও জনাব আব্দুল কাদের মোল্লাকে ১৩ জুলাই ২০১০ গ্রেফতার করা হয় এবং যুদ্ধাপরাধের মামলায় গ্রেফতার দেখানো হয়।

এরপর পর্যায়ক্রমে সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযম, নায়েবে আমীর মাওলানা আবুল কালাম মোহাম্মমদ ইউসুফ, মাওলানা আব্দুস সোবহান,

www.bjilibrary.com

সহকারী সেক্রেটারী জেনারেল জনাব এটিএম আজহারুল ইসলাম ও নির্বাহী পরিষদ সদস্য জনাব মীর কাশেম আলীকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৭৩ সালের আইন ও এ আইনের ভিত্তিতে গঠিত ট্রাইব্যুনাল সম্পর্কে দেশে-বিদেশে ব্যাপক বিতর্কের ঝড় ওঠে। দেশী ও আন্তর্জাতিক আইনবিদ, মানবাধিকার সংস্থা ও আন্তর্জাতিক মহলের মতামত অগ্রাহ্য করে বিচারের নামে প্রহসন চলতে থাকে। ২০১২ সালের ডিসেম্বরে স্কাইপি কেলেঙ্কারি প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে দেশে-বিদেশে বিচারের নামে জালিয়াতির বিষয়টি ব্যাপকভাবে উন্মোচিত হয়। কেলেঙ্কারির দায়িত্ব মাথায় নিয়ে ট্রাইব্যুনাল-১ এর চেয়ারম্যান বিচারপতি নিজামুল হক নাসিম পদত্যাগ করেন। প্রশ্নবিদ্ধ, বিতর্কিত ও স্কাইপি কেলেঙ্কারির দ্বারা কলুষিত ট্রাইব্যুনালে সরকারের দায়েরকরা মিথ্যা মামলায় ও সাজানো সাক্ষ্যের ভিত্তিতে একের পর এক জামায়াত নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ড ঘোষিত হয়। সরকার তার আঁকা ছকে বিচার চলাকালীণ অবস্থায় আইন পরিবর্তন করে এবং সেই আইনে ভূতাপেক্ষ কার্যকারীতা প্রদান করে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ১২ ডিসেম্বর ২০১৩ শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে অত্যন্ত নির্মমভাবে হত্যা করে। পরম পরিতাপের বিষয় ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে জামায়াত নেতা শহীদ আব্দুল কাদের মোল্লাকে মিরপুরের খুনী কসাই কাদের বানানো হয়, প্রখ্যাত মুফাচ্ছিরে কোরআন মাওলানা সাঈদীকে বানানো হয় খুনী দেলোয়ার শিকদার।

বিশ্ববরেণ্য মুফাসসিরে কুরআন আলস্নামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর যুদ্ধাপরাধ মামলা, রায় ও প্রতিক্রিয়া

ঐতিহাসিক স্কাইপি কেলেঙ্কারী ও স্বাক্ষী অপহরনের চাঞ্চল্যকর ঘটনার মাধ্যমে আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীর বিরুদ্ধে আনীত সাজানো ও বায়বীয় অভিযোগ যখন জনগন ও বিশ্ববাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন জনগণ আশা করেছিল সরকার এ প্রহসন থেকে ফিরে এসে শুভ বুদ্ধির পরিচয় দিবে। বিশেষ করে স্কাইপি কেলেঙ্কারীর দায় মাথায় নিয়ে ট্রাইব্যুনাল চেয়ারম্যান যখন পদত্যাগ করলেন তখন এ বিচারের আর কোন

যৌক্তিকতাই অবশিষ্ট থাকলনা। উল্লেখ্য যে, এই ট্রাইব্যুনালেই ঐ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা সহ সমাজের গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তিরা আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদী যে সম্পূর্ণ নির্দোষ এই স্বাক্ষ্য প্রদান করেন। এ ধরনের মুক্তিযোদ্ধা এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের গুরুত্বপূর্ণ এই স্বাক্ষ্যকে কোন আমলেই নেয়া হয়নি। দেশের জনগন ও বিশ্ববাসীকে হতবাক করে দিয়ে ২০১৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী পুনর্গঠিত ট্রাইব্যুনাল সরকারের মন্ত্রী, এমপিদের পূর্ব ঘোষিত দিনক্ষন ও পরিকল্পনা অনুযায়ী রায় ঘোষণা করেন।এ রায় ঘোষনার আগে শাহবাগে মঞ্চ নাটক সাজানো হয়। এমন একটি রায় দেবার বাহানা তৈরি করা হয়। যেখানে প্রধানমন্ত্রী সংসদে বসে রায়ের জন্য অপেক্ষমান মামলার ব্যাপারে অন্যায় ও বেআইনী উক্তি করে বলেন "বিচারকদেরকে জনগণের সেন্টিমেন্ট বুঝতে হবে"। এ রায়ে অত্যন্ত বেদনাদায়ক ভাবে একেবারেই নির্দোষ আল্লামা দেলাওয়ার হোসাইন সাঈদীকে মৃত্যুদ- প্রদান করা হয়।

এই বিস্ময়কর অনাকাঙ্খীত রায় প্রদানের সাথে সাথে বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বে অন্যায় অসত্যের বিরুদ্ধে জনগন বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। জনগনের মনের এই ভাষা সরকার ও তার দোসররা বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে গায়ের জোরে দমাতে গিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও দলীয় ক্যাডারদেরকে উস্কে দিয়ে প্রায় তিন শতাধিক প্রতিবাদী নারী পুরুষকে হত্যা করা হয়। এমনকি অবুঝ শিশুরাও সরকারের এই নারকীয় তা-ব থেকে রেহাই পায়নি। শুধু শহীদ নয় হাজার হাজার প্রতিবাদী জনতাকে বুলেট ছুড়ে ও নির্মম আঘাতে আঘাতে পঙ্গু করে দেওয়া হয়েছে। সরকার যেখানে খুনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল সেখানে খুনের এ দায়ভার উল্টো জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরসহ বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের উপর চাপিয়ে তাদের বিরুদ্ধে হাজার হাজার মামলা দায়ের করে। এর ধারাবাহিকতায় অসংখ্য নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করে শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নির্যাতন চালায়। স্বাধীন বাংলাদেশে ইতিপূর্বে কখনও এ ধরনের নারকীয় ঘটনা ঘটেনি। আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি জনগণের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া অপকর্মকারীদের

www.bjilibrary.com

একদিন অবশ্যই জনতার আদালতে দাঁড়াতে হবে। মহান আল্লাহর আদালত ও চুড়ান্ত ভাবে তাদের জন্য অপেক্ষায় রয়েছে।

যুদ্ধাপরাধ বিষয়ে জামায়াতের বক্তব্য

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন, সমাবেশ ও বিবৃতির মাধ্যমে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বারবার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে, জামায়াতের কোন নেতা স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হত্যাকান্ড, ধর্ষণ, লুটতরাজ বা অগ্নিসংযোগ করার মত কোন অপরাধমূলক কাজের সাথে জড়িত ছিলেন না। জামায়াতের যেসব নেতার বিরুদ্ধে কথিত যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের বায়বীয় অভিযোগে মিথ্যা মামলায় বিচারের নামে পহসন করা হচ্ছে তাদের কারো নামে দালাল আইনে কোন মামলা হয়নি এবং স্বাধীনতা উত্তরকালে গঠিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে যে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকা প্রণয়ন করা হয়েছিল সেই তালিকায়ও জামায়াতের কোন নেতার নাম ছিল না, থাকার প্রশ্নই উঠে না। কারণ যারা যুদ্ধই করেনি, তারা যুদ্ধাপরাধী হয় কি করে? গত ৪০ বছরে যাদের বিরুদ্ধে খুন হওয়া লোকদের আত্মীয়-স্বজন কোন একটি এফ.আই.আর.ও কোন থানায় করেনি তাদেরকেই ৪০ বছর পর প্রতিহিংসাপরায়ন সরকার ষড়যন্ত্র করে খুনী বানানোর নাটক সাজায়।

সমাজে জামায়াতের এই শীর্ষ নেতৃবৃন্দের অবস্থান

সরকারের প্রতিহিংসার শিকার হয়ে জামায়াতের যেসব নেতৃবৃন্দ দীর্ঘদিন যাবৎ এ সরকারের বন্দীশালায় আটক আছেন তারা যুগ যুগ ধরে সততা ও নিষ্ঠার সাথে বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সমাজসেবা এবং নিজস্ব পেশায় নিয়োজিত থেকে দেশ ও জনগণের খেদমত করেছেন। তাদের মধ্যে অনেকেই নির্বাচনে অংশ নিয়ে একাধিকবার বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এবং কেউ কেউ মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। যুদ্ধাপরাধ

www.bjilibrary.com

বা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধের মত গুরুতর ব্যাপারে তাদের সংশ্লিষ্টতা থাকলে তারা কখনো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতে পারতেন না। জামায়াতের পক্ষ থেকে বহুবার দৃঢ়তার সাথে বলা হয়েছে দল হিসেবে জামায়াত এবং ব্যক্তি হিসেবে জামায়াতের কোন নেতা যুদ্ধাপরাধ বা মানবতা বিরোধী অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন। সরকার এবং তাদের দোসররা নুরেমবার্গ ট্রায়েল এর সাথে তাদের পরিকল্পিত ট্রাইব্যুনালের তুলনা করে থাকে অথচ নুরেমবার্গ' ট্রায়ালে আসামী ছিল চিহ্নিত কিন্তু পলাতক। অন্যদিকে জামায়াত নেতৃবৃন্দ দেশ এবং সমাজে নিজ নিজ এলাকায় প্রকাশ্যে অবস্থান করে দেশ ও জাতির উন্নয়নে, গণতন্ত্র বিকাশে এবং সর্বোপরি দেশের স্বাধীনতা সার্ভবৌমত্বের পক্ষে এবং আগ্রাসন ও দেশের স্বার্থ বিরোধী সকল প্রকার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে গত চল্লিশ বছর ধরে ঐতিহাসিক ভুমিকা রেখেছেন।

জামায়াত যখন আওয়ামী লীগের সাথে স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন এবং কেয়ারটেকার সরকার প্রতিষ্ঠায় আন্দোলন করেছে তখন আওয়ামী লীগ জামায়াতের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের ইস্যু উত্থাপন করেনি। ১৯৯১ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াত ১৮টি আসন লাভ করে এবং সরকার গঠনে বিএনপিকে সমর্থন দিয়ে রাজনৈতিক সংকটের অবসান ঘটায়। তখন থেকেই আওয়ামী লীগ জামায়াতের উপর ক্ষিপ্ত হয়। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্ত জামায়াতের সমর্থন নিয়ে বিএনপি সরকার পরিচালনার সময় আওয়ামী লীগ তথাকথিত ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির মাধ্যমে জামায়াতের সাবেক আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমের বিরুদ্ধে অগণতান্ত্রিক আন্দোলন শুরু করে এবং বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে দুরত্ব সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য সেই আওয়ামী লীগই পরবর্তীতে জামায়াত এর সাথে যুগপৎ আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে জামায়াত, আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টির সদস্যগণ সংসদ থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন। ১৯৯৪, ৯৫, ৯৬ সালে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলাকালে জামায়াত, আওয়ামী লীগ ও জাপা নেতৃবৃন্দ প্রায়ই একসঙ্গে বৈঠক এবং প্রেস ব্রিফিং করতেন।

www.bjilibrary.com

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং জামায়াতের আমীর মতিউর রহমান নিজামী যৌথ সংবাদ সম্মেলনও করেছেন। এর আগে মরহুম আব্বাস আলী খান জামায়াতের ভারপ্রাপ্ত আমীরের দায়িত্ব পালনকালে স্বয়ং শেখ হাসিনা ধানমন্ডির ঐতিহাসিক ৩২ নং বাড়ীতে আব্বাস আলী খান, জামায়াতের বর্তমান আমীর মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী ও সেক্রেটারী জেনারেল আলী-আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদসহ জামায়াতের শীর্ষ নেতাদের সাথে বৈঠক করেন। মরহুম আব্দুস সামাদ আজাদ সহ আওয়ামীলীগের শীর্ষ নেতাদের বাড়ী ও জাতীয় সংসদ ভবনে তদানীন্তন বিরোধী দলীয় নেতা শেখ হাসিনার কার্যালয়েও আওয়ামী লীগ, জামায়াত এবং জাপার অসংখ্য বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৯১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী শেখ হাসিনার নির্দেশে অধ্যাপক গোলাম আযমের বাড়ীতে ভোট ও দোয়ার জন্য যান। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে অধ্যাপক গোলাম আযম প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণের সময় আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধী হিসেবে টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি। ২০০১ সালে বিএনপি জামায়াত জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করে দুই তৃতীয়াংশেরও অধিক আসনে জয়লাভ করার পর আওয়ামী লীগ ও তার পরামর্শদাতারা জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করার কৌশল হিসেবে যুদ্ধাপরাধ ইস্যুটি সামনে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে বিচারের নামে প্রহসনের আয়োজন করে।

জামায়াতের গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী একটি বৈধ, নিয়মতান্ত্রিক, গণতান্ত্রিক ও ইসলামী রাজনৈতিক দল। ২০১১ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে সরকার জামায়াতের উপর অমানুষিক নির্যাতন শুরু করে। কেন্দ্রীয়, মহানগরী কার্যালয়সহ অধিকাংশ জেলা ও থানা কার্যালয় বন্ধ করে দেয়। সেসময় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জামায়াতের সকল নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মসূচী সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে কার্যত: নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন এবং রাজপথের যেকোন কর্মসূচীতে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীদের উপর দেখামাত্র গুলী

করার নির্দেশ দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জামায়াতের বিরুদ্ধে উস্কে দেন। ফলে জামায়াত তার গণতান্ত্রিক অধিকার মিছিল-সমাবেশের আয়োজন করলেই রাষ্ট্রের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী সেখানে হামলা ও গুলি চালায়। পুলিশ হেফাজতে রিমান্ডের নামে জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের শতশত নেতা-কর্মীদের পঙ্গু করে দেয়। গ্রেফতার করে অনেকের গায়ে বন্দুক ঠেকিয়ে গুলি করা হয়, অনেকের চোখ তুলে ফেলা হয়, অনেকের পা কেটে ফেলা হয়। নারী ও শিশুরাও সরকারের জুলুম, নির্যাতন থেকে রেহাই পায়নি। কেন্দ্রীয়, মহানগরী, জেলা নেতৃবৃন্দসহ প্রায় ৫০ হাজার নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। জামায়াত ও ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে প্রায় ৩০ হাজার মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। আসামী করা হয় প্রায় ৮ লক্ষাধিক নেতা-কর্মীকে। ৮ জন নেতাকে গুম করা হয়।

জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের সরকারী ষড়যন্ত্র

আওয়ামী লীগের প্ররোচনায় একটি চিহ্নিত মহলের পক্ষ থেকে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিলের জন্য মহামান্য হাইকোর্টে রিট পিটিশন দায়ের করা হয়। মহামান্য হাইকোর্টের একটি বৃহত্তর ডিভিশন বেঞ্চ ১ আগস্ট ২০১৩ এক বিভক্ত রায়ে জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ বলে ঘোষণা করে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যে কোন ব্যক্তির রাজনৈতিক দল, সভা-সমিতি করার অধিকার স্বীকৃত। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ইসলামী আদর্শ অনুসরন ও পালন নিষিদ্ধ নয়। জামায়াতের নিবন্ধন প্রক্রিয়াটি নির্বাচন কমিশনের বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় মহামান্য আদালত জামায়াতের নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করেন। যার বিরুদ্ধে জামায়াতের পক্ষ থেকে উচ্চ আদালতে আপীল দায়ের করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২(ক) ধারায় রাষ্ট্রধর্ম সম্পর্কে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম।" সংবিধানের প্রস্তাবনার শুরুতেই "বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম" উল্লেখ করা হয়েছে। সংবিধানের ৩৭ ধারা অনুযায়ী "প্রত্যেক নাগরিকের সমবেত হইবার এবং জনসভা ও

শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার অধিকার” দেয়া হয়েছে। ৩৯(১) ধারায় চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে। ৪১ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের যে কোন ধর্ম অবলম্বন, পালন বা প্রচারের অধিকার রয়েছে। সংবিধানের এসব ধারায় ইসলাম ও ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়নি। সুতরাং সংবিধান অনুযায়ী ইসলামী বা ধর্মীয় সংগঠন করার অন্তরায় সৃষ্টি করার কোন সুযোগ নেই।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মেনে মৌলিক বিশ্বাস ও চেতনার ভিত্তিতে শোষন মুক্ত, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনের মহান উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। **ইসলামী আক্বীদা ও বিশ্বাসের অনুসরন করার ঘোষণা** দেয়ার কারণে জামায়াতের গঠনতন্ত্রকে সংবিধান পরিপন্থী বলা নিতান্তই দূর্ভাগ্যজনক।

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণ সিদ্ধান্ত নেয় তারা কোন্ দলকে সমর্থন দিবে, কোন্ দলকে গ্রহণ বা বর্জন করবে। এটা জনগণের সাংবিধানিক অধিকার। এটাই গণতন্ত্রের মূলকথা। বাংলাদেশের পরিবর্তিত সংবিধানে ‘বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহীম’ ও রাষ্ট্রধর্ম ‘ইসলাম’ বহাল আছে। এমতাবস্থায় ধর্মীয় দল হিসেবে জামায়াতের নিবন্ধন বাতিল করার কোন সুযোগ নেই। নিবন্ধন বাতিলের মাধ্যমে আইনের শাসন, গণতন্, মৌলিক অধিকার ও সংবিধানের উপর আঘাত হানা হয়েছে বলে দেশের শীর্ষস্থানীয় আইনজীবীগণ ও দেশপ্রেমিক নাগরিকগণ মনে করেন। পৃথিবীর কোন দেশেই রাজনৈতিক দলের আদর্শের উপর আঘাত হানার কোন ধরণের নজির নেই। ‘Comunist party of Indiana’র একটি মামলা যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্টে বিচারাধীন ছিল। ঐ মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট বলেনঃ কমিউনিস্ট আদর্শ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরুদ্ধে হলেও সংবিধান প্রদত্ত রাজনৈতিক স্বাধীনতার নিশ্চয়তার কারণে কোন ধরণের নিয়ন্ত্রন আরোপ করা সঠিক হবে না। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের ১ম সংশোধনীর বরাত দিয়ে বলেন, কোন রাজনৈতিক দলের আদর্শ বা বিশ্বাসে বিপজ্জনক কিছু থাকলেও যতদিন রাজনৈতিক স্বাধীনতা থাকবে, সুপ্রীম

www.bjilibrary.com

কোর্ট ততদিন রাজনৈতিক দলের উপর নিয়ন্ত্রন বা হস্তক্ষেপ করবে না। পৃথিবীর প্রতিটি গণতান্ত্রিক দেশেই রাজনৈতিক দলসমূহের নিজেদের আদর্শ, লক্ষ্য, উদ্দেশ্যে ভিন্নতা থাকা সত্বেও যে কোন দলের আদর্শ গ্রহনের অধিকার জনগণকে দেয়া হয়েছে। জনগণ তাদের পছন্দমত দলকে গ্রহণ করবে। এটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু দূর্ভাগ্যের বিষয় বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠে নি। কোন দলকে আদর্শিকভাবে মোকাবেলা করার পরিবর্তে সবসময় জবরদস্তি করে প্রতিপক্ষকে দাবিয়ে রাখার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। নির্মূল, উৎখাত, নিশ্চিহ্ন করার স্লোগান দিয়ে যারা রাজনীতি করেন তারা রাজনৈতিক সহনশীলতা ও পরমত সহিষ্ণুতায় বিশ্বাসী কোন শক্তি নন। বাংলাদেশের জনগণ লক্ষ্য করছে জামায়াতকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে সরকার জামায়াতকে আদালতে টেনে নিয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়ের ফায়সালা রাজনৈতিকভাবেই করতে হয়। আইন-আদালতের মাধ্যমে রাজনীতির ফায়সালা সমীচীন নয়।

ইসলাম ও ইসলামীদল সমুহের ব্যাপারে সরকারের পদক্ষেপ

সরকারের উদ্দেশ্য হলো জামায়াতে ইসলামীসহ ইসলাম এবং ইসলামী রাজনীতির মুলোৎপাটন করা। এই লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য আওয়ামী লীগ দেশের আলেম-ওলামা এবং ইসলামী রাজনৈতিক দলগুলোর দাবী উপেক্ষা করে ইসলাম বিরোধী ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করে। একই সাথে ইসলাম বিরোধী নারী নীতিও প্রণয়ন করে। ইসলামের সম্পত্তি বন্টন নীতিমালাকে লংঘন করে নতুন নীতি প্রণয়ন করে আওয়ামী সরকার। দেশের আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ, ধর্মপ্রাণ নাগরিক এবং ধর্মীয় শিক্ষকদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়।

আল্লাহ্ ও রাসুল (সাঃ) এর প্রতি বিদ্রুপকারী নাস্তিক ব্লগারদের শাস্তি ও বিতর্কিত নারী নীতি বাতিলসহ সকল ইসলাম বিরোধী কর্মকান্ড বন্ধের দাবীতে ৫ মে ২০১৩ তারিখে মতিঝিলের শাপলা চত্তরে হেফাজতে

www.bjilibrary.com

ইসলামের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সরকারের নির্দেশে ১০ হাজরের বেশী আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করে গভীর রাতে ঘুমন্ত ও ইবাদতরত মুসল্লিদের উপর যৌথ অভিযান চালায়। এই অভিযানে গুলি, বিস্ফোরক, সাউন্ডগ্রেনেড থেকে শুরু করে নানা ধরণের মারনাস্ত্র ব্যবহার করা হয়। ফলে অসংখ্য হতাহতের ঘটনা ঘটে যা জাতায় জীবনে একটি গভীর ক্ষত ও কালো অধ্যায় রচনা করে।

উপজেলা নির্বাচনে জনগণের রায়

৫ জানুয়ারী নির্বাচনের নামে প্রহসনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রের কবর রচনা করে। এর পর উদ্দেশ্যমূলক ভাবে তড়িঘড়ি করে ঘোষিত হয় ৪র্থ উপজেলা নির্বাচনের তফসিল, এখানেও দেশের জনপ্রিয় দলগুলোকেও উপজেলা নির্বচনের বাইরে রাখার জন্য অসৎ তৎপরতা শুরু করে সরকার। ৬ পর্বে উপজেলা নির্বাচনের ১ম পর্বে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীদের করুন পরাজয়ে দিশেহারা হয়ে আওয়ামী লীগ প্রশাসনকে অবৈধভাবে ব্যবহার করে নির্বাচন হাইজ্যাক করার ব্যবস্থা করে। ভোটকেন্দ্র দখল, ব্যালটবক্স ছিনতাই, জালভোট প্রদানসহ হেন কাজ নেই যা আওয়ামী লীগ করেনি। এমনকি বহুস্থানে ভোটের আগের রাতেই আওয়ামীলীগ কেন্দ্র দখলে নিয়ে ব্যালট পেপার দিয়ে ব্যালট বাক্স ভর্তি করে ফেলে। এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন ও আওয়ামী ক্যাডাররা যৌথভাবে নির্বাচন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়াকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। জনগণের ন্যায্য ভোটাধিকার কেড়ে নেয়ার মহোৎসব পালন করেছে তারা। সরকারের সৃষ্ট নৈরাজ্যের মধ্যেও উপজেলা নির্বাচনে জামায়াত সমর্থিত চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পদে ২০০ টি স্থানে বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়ে জামায়াত বাংলাদেশের তৃতীয় বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের প্রদত্ত ভোটের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে জুলুম-নির্যাতন-নিপীড়ন, অত্যাচার, অবিচারের মাধ্যমে সরকার জামায়াতকে নিশ্চিহ্ন করতে চাইলেও দেশের জনগণ

www.bjilibrary.com

জামায়াতকে চায়। জামায়াতের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, ভালোবাসা ও সমর্থন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। উপজেলা নির্বাচনে ভোট ডাকাতি ও সন্ত্রাসী তান্ডব না হলে এর চিত্র হতো সম্পূর্ণ ভিন্ন। উপজেলা নির্বাচনে আওয়ামী তান্ডব আবারো কেয়ারটেকার সরকারের অনিবার্যতা প্রমাণ করল। জামায়াতের বিরুদ্ধে আওয়ামী ষড়যন্ত্রের জবাব দিয়েছে জনগণ এ নির্বাচনে।

একদলীয় বাকশাল কায়েমের পথে সরকার

অতিসম্প্রতি স্বৈরাচারী আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সালের কায়দায় একদলীয় বাকশাল কায়েমের লক্ষ্যে একে একে জনগনের উপর কালো আইন চাপিয়ে দেওয়ার দুরভিসন্ধি শুরু করেছে। তারই অংশ হিসাবে নৈতিক বৈধতা বিহীন সরকারের মন্ত্রীপরিষদ বাকস্বাধীনতা হরনকারী ”সম্প্রচার নীতিমালা” (বাকশালী আমলের আদলে) এবং নির্যাতিত মানুষের দুনিয়ায় আশ্রয় পাওয়ার শেষ ঠিকানা উচ্চ আদালতের বিচারপতিদের অভিসংশন করার কালো আইন পাশ করতে যাচ্ছে।এর মাধ্যমে তারা আদালতের কফিনে শেষ পেরেকটুকু ঠুকে দেওয়ার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। তাই জনগনকে অতীতের ঐতিহ্যের আলোকে এখনই অপশাসন ও অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

জামায়াত কি চায়

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী কার্যত: ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে নিয়মতান্ত্রিক ও গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গড়ে উঠা এদেশের সর্বপ্রাচীন একটি ঐতিহ্যবাহী দল। কুরআন, সুন্নাহ্র গাইডলাইন অনুসরন করে জনগনকে সাথে নিয়েই জামায়াত তার কার্যক্রম চালিয়ে আসছে। সমাজের সর্বস্তরে একদল সৎ, খোদাভীরু, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক লোক এ দলের কার্যক্রমের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। দেশের সকল পাড়া মহল্লায় জামায়াত কালের ব্যবধানে আজ একটি সমাদৃত দলে পরিনত হয়েছে। দেশের স্বার্থহানিকর

www.bjilibrary.com

কোন বিষয় দেখা দিলে জামায়াত নৈতিক অবস্থান থেকে তার প্রতিবাদ করে। অন্যায়, অসত্য ও সামাজিক দুষণের বিরুদ্ধে জামায়াত বরাবরই আপোষহীন। প্রিয় দেশের স্বাধীনতা, জনগনের শান্তি, নিরাপত্তা ও সামাজিক সুষম উন্নয়নের দাবীতে অংগীকারবদ্ধ। আমরা এমন একটি সমাজ চাই যে সমাজে শ্রেণী, পেশা, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিক তার নাগরিক দায়িত্ব পালন করবে এবং নাগরিক হিসাবে তার সকল অধিকারও সে ভোগ করবে। এদেশে কোন রাজনৈতিক জমিদার কিংবা কোন রাজনৈতিক প্রজা থাকবেনা। সমমর্যাদার ভিত্তিতে সকল মানুষ এদেশের নাগরিক হিসেবে পরিচয় দিয়ে গর্ববোধ করবে। আইন আদালত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বিশেষের ইশারায় নয়, আইন ও নীতির দ্বারাই পরিচালিত হবে। অর্থাৎ সমাজে আইনের শ্বাসন নিশ্চিৎ হবে। সরকার সঠিক পদক্ষেপ নিলে জনগন এসে শক্তভাবে সরকারের পাশে দাঁড়াবে আর ভুল করলে তার সমালোচনা করার পূর্ণ অধিকারও ভোগ করবে। উৎপাদনশীল খাতে শ্রমিকের জন্য কর্মপরিবেশ ও শ্রমের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিৎ করা হবে। সেখানে মালিক যাতে পূঁজি হারিয়ে ক্ষতিগ্রস্থ না হয় এবং শ্রমিকও যাতে উপযুক্ত মজুরী পায় সে রকম ইনসাফপূর্ন একটি কল্যানময় পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রেখে মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান প্রত্যেকেই নিজ নিজ ধর্মীয় কাজকর্ম নির্বিঘ্নে করার অধিকার ভোগ করবেন।

শিক্ষাকে নৈতিক মূল্যমান অনুযায়ী ঢেলে সাজিয়ে যুগের সকল চাহিদা পুরনে সক্ষম সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরি করে উন্নয়নের ককপিটে তাদেরকে বসাতে হবে। এখানে যোগ্যতাই হবে কোন ব্যক্তির উপযুক্ত জায়গায় নিয়োগ পাওয়ার মাপকাঠি। এক্ষেত্রে দলীয় আনুগত্য, আনুকুল্য কিংবা ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছা একেবারেই অবান্তর।

সমাজের সর্বস্তরের জনগনের কাছে এবং চুড়ান্তভাবে মহান আল্লাহ্ তায়ালার কাছে জবাবদিহীতার মূল্যবোধই হবে মূল বিষয়। জামায়াত এমন একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের জন্য তীব্র আকাঙ্খা পুষণ করে যেখানে মানুষ সত্যিকার

www.bjilibrary.com

অর্থেই তার সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করতে পারবে। এটিই যদি কারো দৃষ্টিতে আমাদের অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে আমাদের বলার কিছুই নেই।

জনগণের বিবেকের আদালতে আমাদের আবেদন

আজ জামায়াত এবং ইসলামী ছাত্রশিবিরের যে সমস্ত নেতা কর্মীদের উপর অত্যাচারের স্টিমরোলার চালানো হচ্ছে, তারা এ সমাজেরই মানুষ। তারা আপনাদের কারো ভাই, সন্তান বা কারো পিতা। যুগযুগ ধরে তাদের কর্মকান্ড আপনারা দেখছেন। দফায় দফায় তাদের উপর মামলা, হামলা, নির্যাতন চালানো হচ্ছে। সাতক্ষীরা, যশোরে আসামী ধরার নামে বুলডোজার দিয়ে নিরীহ জনগনের বাড়ীঘর ধ্বংস করে দিয়েছে। আসামী ধরতে বুলডোজার ব্যবহার পৃথিবীতে এই প্রথম দেখাগেল। বিশিষ্ট প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও আইনজীবি ব্যারিষ্টার মইনল হোসেন এর মত অনেকেই মত প্রকাশ করে বলেছেন, পুলিশের সাথে শুধু দলীয় সশস্ত্র ক্যাডাররাই নয় বেশকিছু রহস্যজনক সশস্ত্র দুবৃত্তদেরকে ও দেখা গিয়েছে। তাই জনমনে প্রশ্ন উঠেছিল এরা কারা?

পরম পরিতাপের বিষয় কেবল আমাদের দলীয় সহকর্মীরাই নন, সমাজের সাধারণ ধর্মপ্রান দাঁড়িওয়ালা, টুপিওয়ালা মানুষ এবং কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া সাধারণ নামাজি ছাত্রদেরকে সম্পূর্ণ বিনা অপরাধে জামায়াত ও শিবিরের লোক বানিয়ে অত্যাচার নির্যাতন করা হচ্ছে। কেবল তাই নয় সরকারের গ্রেফতার, রিমান্ড ও জঘন্য নির্যাতন থেকে কিশোর, যুবক ও ৮০/৯০ বছরের বৃদ্ধ এবং পর্দানশীন অন্তঃসত্ত্বা মা বোনরাও রেহাই পাননি। প্রশ্ন উঠেছে তাহলে এদেশে কি ইসলামী লেবাস ও ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা যাবে না? আওয়ামীলীগের মধ্যে বিবেকবান কেউ থাকলে তারাও বিষয়টি ভেবে দেখবেন বলে আমরা আশাকরি। সরকারের সমস্ত জুলুম ও অত্যাচারের বিচারের ভার আমরা দেশবাসী ও চুড়ান্তভাবে মহান আল্লাহর উপর ছেড়ে দিলাম।

www.bjilibrary.com

প্রিয় দেশবাসী,

আমরা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও ঈমান নিয়ে বাঁচতে চাই। বাংলাদেশকে একটি সুখী, সমৃদ্ধশালী দেশ হিসাবে দেখতে চাই।

আমাদের চিন্তা ও কার্যক্রমে আপনাদের সামনে কোন ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে পরামর্শ দিয়ে সহযোগীতা করুন। আর আমাদের চিন্তা, দাবী ও চাওয়া যদি আপনাদের প্রত্যাশার সাথে মিলে যায় তাহলে আপনাদের দোয়া, ভালবাসা ও সকল প্রকার সহযোগীতা আমরা দেশ ও জাতির স্বার্থে আশা করি। মহান আল্লাহপাকের সাহায্য, জনগনের ভালবাসা ও দোয়া আমাদের সাথে থাকলে আমরা কোন ষড়যন্ত্রকেই পরোয়া করিনা।

আমাদের জন্য দোয়া করবেন যেন কোন অন্যায় অপশক্তির কাছে নয় সর্বাবস্থায় মহান আল্লাহ্ তায়ালার শানেই আমাদের মাথা নত হয়।

আমাদের মজলুম নেতৃবৃন্দ ও প্রিয় সংগঠনের জন্য আপনাদের প্রাণভরা ভালবাসা ও দোয়া চাই।

আল্লাহ হাফেয!!

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ !! বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ!!

www.bjilibrary.com